শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

যুগাবতার খণ্ড

প্রস্তাবনা

রামকান্ত বরে হরি ধরাতে উদয়।
যশোবন্তদেব-গৃহে সফলাডাঙ্গায়।।
প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
অবতীর্ণ হরিচাঁদ আসি অবনীতে।।
ধর্মের নামেতে জীব অধর্ম করয়।
ধর্ম-দুঃখী তাই দেখি শ্রীহরি উদয়।।
নামধর্ম নিয়ে এল শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
'অনিত্য সংসার' বলি জীবে শিক্ষা দেয়।।
আদর্শ দেখাতে গোরা সন্ন্যাসী হইল।
সংসারের জীব কিন্তু সংসারে রহিল।।
'রাইপ্রেম' 'রাধারস' বলি গোরা কাঁদে।
'নারীপ্রেমে' বুঝি ভক্ত পড়ে মোহ ফাঁদে।।
জগত তারিতে এসে সংসার ছাড়িল।
সংসার 'সং' সার হ'ল জগত ডুবিল।।
সংসারের মাঝে তাই গৃহস্থ সাজিয়া।
হরিচাঁদ অবতীর্ণ নামধর্ম নিয়া।।
শৌচাচার, কুটীনাটী শিক্ষা দীক্ষা মন্ত্র।
সংকীর্ত্তন মধ্যে যথা ডুগ্‌ডুগি যন্ত্র।।
বজ্রস্বরে ঘরে ঘরে হরিচাঁদ কয়।
"শোনরে কলির জীব! আর নাহি ভয়।।
সংসারে সংসারী থাক তা'তে ক্ষতি নাই।
চরিত্র পবিত্র রাখি সত্য বলা চাই।।
গৃহধর্ম রক্ষা করো বাক্য সত্য কও।
হাতে কাম মুখে নাম দেল্‌খোলা হও।।
অসতের সঙ্গ ছাড়ি হরি হরি বল।
কুফল বিফল হবে পাবে প্রেমফল।।
পুরুষে করিবে ভক্তি পিতা-মাতা-ভাই।
নারী পক্ষে পতি ভিন্ন অন্য গতি নাই।।
পরপতি পরসতী স্পর্শ না করিবে।
না ডাক হরিকে হরি তোমাকে ডাকিবে।।
গৃহধর্ম গৃহকর্ম সকলি করিবে।
হাতে কাম মুখে নাম ভকতি রাখিবে।।
গৃহধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।
যোগী, ন্যাসী কি সন্ন্যাসী কেহ তুল্য নয়।।
গৃহেতে থাকিয়া যাঁর হয় ভাবোদয়।
সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চ।।"
তারস্বরে প্রভু যবে এই ভীর দিল।
রোগী ভোগী দুঃখী পাপী সকলি আইল।।
বাল্যেতে করিল প্রভু গোচারণে খেলা।
গার্হস্থ্য-ধর্মের ভিত্তি গোধনের মেলা।।
ধ্যানমগ্ন হরিচাঁদ বালক বয়সে।
ছত্ররূপে শির রক্ষা করে ফণী এসে।।
প্রতিবেশী নারী এক তাহা দৃষ্টি করে।
অন্নপূর্ণামাতা ভীত মন্দ চিন্তা করে।।
শীঘ্র করি হরিচাঁদে বক্ষেতে লইল।
সর্পেতে দংশিল নাকি জিজ্ঞাসা করিল।।
হরিচাঁদ বলে "মাগো! বৃথা কর ভয়।
আমাকে দংশিবে সর্প একি কভু হয়?"
বালকের ছলা ভাবি জননী আশ্বস্ত।
চক্ষু নাই দেখে কভু ললাট প্রশস্ত।।
কৈশোরে রাখাল সনে সখ্যভাবে লীলা।
অন্তরঙ্গ বিশ্বনাথে প্রাণ দান দিলা।।
কৈশোরের শেষ হ'ল প্রথম যৌবনে।
শান্তিদেবী আসি মিলে শান্তিময় সনে।।
ব্রজনাথ দেহে যেই কৃষ্ণশক্তি ছিল।
হরিচাঁদ অঙ্গে আসি মিলিত হইল।।